بِسْــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيــــــمِ

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন রচিত
প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

১. হে মুমিনগণ ! (প্রথম প্রকাশ) ফেব্রুয়ারি-২০০২
২. Ye Who Believe (IPCI Durban) 11Sept. 2004
৩. Hi Orang Orang Yang Beriman 11 Sept. 2004
৪. এবং কাফিররা বলে ওয়ামি বুক সিরিজ-(২৬) ফেব্রুয়ারি-২০০৭
৫. O Ye Mankind! (www.australianislamiclibrary.org-2015)
৬. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে? (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি-২০২০)
৭. হে মানুষ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০২০)
৮. অবুঝ হাসি (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০২০)
৯. হে মুমিনগণ ! (সংক্ষিপ্ত) দ্বাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১০. এবং কাফিররা বলে ! (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১১. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে! (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১২. হে মানুষ (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১৩. আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম মার্চ-২০২৪
১৪. আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন
১৫. আইন প্রণয়ণে আল্লাহর সাথে শিরক করা
১৬. ইসলামের বিজয়
১৭. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে (২)
১৮. অবহেলা নয়
১৯. তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি
২০. নিশ্চয় যারা বলে, "আল্লাহ আমাদের রব"
২১. উত্তরাধিকারী
২২. মানুষ কি মনে করে?
২৩. সুদৃঢ় থাক!
২৪. ব্যবসার সন্ধান!
২৫. ক্ষতিগ্রস্ত!
২৬. তুমি কি?
২৭. পথ-নির্দেশক
২৮. যুদ্ধের ঘোষণা
২৯. সাবধান
৩০. দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর
৩১. কষ্ট দেয়!
৩২. পরামর্শ কর
৩৩. জ্ঞান-বুদ্ধি
৩৪. কেন হারাম করছ?
৩৫. পড়ো!
৩৬. মরো না!
৩৭. জয়যুক্ত কর
৩৮. নিদর্শন!
৩৯. উদ্বুদ্ধ কর
৪০. সম্পূর্ণ!
৪১. ক্রয় করে
৪২. উপহাস
৪৩. পরীক্ষা!
৪৪. দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে!
৪৫. সম্মানীয়।"
৪৬. প্রতিযোগিতা
৪৭. ফিরে গেলে
৪৮. লিখে রোখ!
৪৯. রাত-দিন ডেকেছি
৫০. পানি পান করানো
৫১. ন্যায়-বিচার
৫২. সুখী জীবন
৫৩. কিতাবের মূল
৫৪. সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী (দায়িত্ব দিন)
৫৫. আল্লাহর সাহায্যকারী হও, বিজয় তামোদের!
৫৬. গযব প্রাপ্তদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না
৫৭. কাফিরদের মত কথাবার্তা বলানো ।
৫৮. মুসলিম ও কাফির পরস্পর বিবাহ বন্ধনে থেকো না
৫৯. আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে?
৬০. আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে ওজর পেশ করো না
৬১. সকর্ম ও তাক্ওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো
৬২. আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহরই জন্য
৬৩. আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের (সা.) আনুগত্য কর
৬৪. আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন
৬৫. খুব বেশি করে স্মরণ কর ।
৬৬. অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না
৬৭. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।
৬৮. আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত
৬৯. সত্যনিষ্ঠ লাকেদের সাথে থাক
৭০. ভন্ড আলিমদের থেকে সতর্ক থাকো।
৭১. আদেশ শানোর পর তা অমান্য করো না
৭২. ওসিয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে
৭৩. তামোদের দায়িত্ব তামোদেরই উপর
৭৪. মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারী পরিহার করো
৭৫. নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায় সঙ্গত স্বাক্ষ্য দান কর
৭৬. মুমিনগণ যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে
৭৭. সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তামেরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো
৭৮. তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়া না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পারো
৭৯. তামেরা সতর্কতা অবলম্বন করো
৮০. সবর, মুসাবারাহ, মুরাবাহ ও তাকওয়া অবলম্বন কর
৮১. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না
৮২. তোমদের উপার্জিত উত্তম ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করো
৮৩. ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো
৮৪. কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে
৮৫. সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে
৮৬. সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য
৮৭. এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই
৮৮. আলিফ-লাম-মীম।

www.motaher21.net (চলমান বই নং-১১১৯)

ত্রাদশ মুদ্রণ
এপ্রিল-২০২৪, শাওয়াল-১৪৪৫

26

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ

এবং কাফেররা বলে

AND THE KAFIR SAY

(সংক্ষেপিত)

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

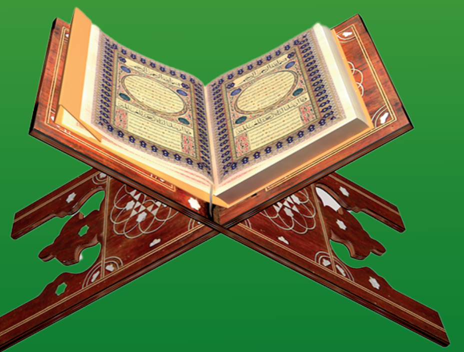

www.motaher21.net

Book No. - 1119 (In going)

চলমান বইয়ের নাম্বার- ১১১৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরিচিতি

www.motaher21.net
আসসালামুয়ালাইকুম।
মুহতারাম,
মহান আল্লাহ তায়ালা শুকরিয়া জানাই, আল্ হাম্ দু লিল্লাহ।
শুধু ১ টি কোটেসান বলা হয়ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়।
কিন্তু তাতে মানুষ পুরো বিষয়টি বুঝতে পারে না।
তাই চেষ্টা করছি মুল বিষয় যাতে সবাই বুঝতে পারে।
এতে আমি কম-বেশি এক ডজন (+/-) তাফসীর সহাযোগিতা নিচ্ছি।
যেমন:- ইবনে কাসীর, ফী যিলালিল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, কুরআনুল কারীম, মাওঃ আশরাফ আলী, আবুবকর যাকারিয়া, আহসানুল বায়ান, তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ।

English Tafsir Ibn Kathir, The Noble Quran…..

আসসালামুয়ালাইকুম।
দোস্ত তোমরা কয়েকজন হয়তো বুঝতে পারছো!!
কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারছে না।
আমি ধারাবাহিক কুরআন শরীফ এর আলোচনা করছি।
বাংলা, English এবং عرب তিন ভাষায় লিখিত।
তাই একটু সময় দিতে হবে। এবং একটু লম্বা হতে পারে।
যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা ও সবাই মিলে বুঝতে পারে।
তোমরা নিজেদের অবস্থান ও সময় মত সবাই দেখতে পাবে। ইনশাআল্লাহ।

পারা- ১ =>
১) সুরা ফাতিহা,
২) সুরা বাকারা,
৩) সুরা আলে ইমরান,
৪) সুরা নিছা,
৫) সুরা মায়েদা,
৬) সুরা আল আনআম,
৭) সুরা আল্ আরাফ,
৮) সুরা আল্ আন্ ফাল,
৯) সূরা আত্ তাওবা,
১০) সুরা ইউনুস
১১) সুরা হুদ
১২) সুরা ইউসুফ
১৩) সুরা রাদ
১৪) সুরা ইব্রাহিম
১৫) সুরা হিজর
১৬) সুরা নহল
১৭) সুরা বনি ইসরাইল
১৮)সূরা আল-কাহাফা।
১৯) সুরা মরিয়ম।
২০) সুরা طٰهٰ
২১) সুরা আম্বিয়া
২২) সুরা হাজ্জ।
২৩) সুরা মুমিনুন
২৪) সুরা নুর
২৫) সুরা ফুরকান
২৬) সুরা শুআরা
২৭) সুরা নমল
২৮) সুরা ক্বআসআস
২৯) সুরা আনকাবুত
৩০) সুরা রুম
৩১) সুরা লুকমান
৩২) সুরা সাজদআহ
৩৩) সুরা আহযাব
৩৪) সুরা সাবা
৩৫) সুরা ফাতের
৩৬) সুরা ইয়াসিন
৩৭) সুরা সাফ্ফাত
৩৮) সুরাঃসোয়াদ
৩৯) সুরাঃ যুমার
৪০) আল-মু'মিন
৪১) হামীম আস-সআজদআহ
৪২) আশ-শূরা
৪৩) সূরা যুখরুফ
৪৪) সূরা দুখান
৪৫) সূরা জাসিয়া (পাড়া - ২৫ =>)

ধারাবাহিক কুরআন এর আলোচনা করা হচ্ছে...এর আগেও সুরা হুজরাত(৪৯)
সুরা সফ (৬১), সুরা মুজাম্মাল (৭৩), সুরা আসর (১০৩)। وَ الْعَصْرِ
সুরা: আল-মাউন (১০৭)الْمَاعُوْنَ। ইত্যাদি আরো কয়েকটি সুরা আলোচনা করা হয়েছে।

আমার প্রকাশের অপেক্ষায় ৪টি বই কেন আপনি ছাপাবেন ইনশাআল্লাহ :-

১) আল্ হাম্ দু লিল্লাহ, আমি এখন পর্যন্ত ১১১৯ টি বই লিখেছি।

২) এখন পর্যন্ত ছাপানো হয়েছে ১৩ টি বই ।

৩) Durban R S A থেকে অযসবফ Hossen Deedat জাকির নায়েকের উস্তাদ (২০০৪ সালে) প্রকাশ করেছেন। তিনি এই বইগুলো ৫৬ টি দেশে পাঠিয়ে ছিলেন।

৪) ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়াম) ২০০৭ সালে প্রকাশ করেছেন। ওয়ামী বই সিরিজ ২৬।

৫) Australian Islamic Library ২০১৫ সালে প্রকাশ করেছেন

৬) কুরআন এর আলোকে আমাদের প্রতি দিন কেমন কাজকর্ম করতে হবে এই বিষয়ে বলা হয়েছে।
"আমাদের ২৪ ঘন্টার কর্মসূচি ঘুম থেকে কাজ উত্তম " মার্চ - ২০২৪ ইং
এই বইতে পাঠকগণ ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন।

৭) এই পর্যন্ত কম বা বেশি ১১ লক্ষ (+/-) বই বিতরণ বা বিক্রয় করা হয়েছে।
বই ৪টি পছন্দ করেছি :- আমার লেখা ১১০১ টি বই এর মধ্যে এগুলো সর্ব উত্তম ৫টি।
প্রকাশিতব্য বই ৪টি ছাপানো হলে আমি ইনশাআল্লাহ ১০০০ এক হাজার বই ক্রয় করবো।

১) আমরা অনেকেই আল্লাহ তায়ালা কে ভালোবাসার দাবি করি।
আর আখেরাতে নাজাত পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহকে বাস্তব জীবনে ভালোবাসতে হবে।
"আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসি"? এই বইতে সেটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

২) আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বার বার বলেছেন যে আমাদের সঠিক কথা বলতে হবে, সঠিক কাজটি করতে হবে। "এমন কথা কেন বল?"
এই বইতে পাঠকগণকে সেটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩) সুরা বনি ইসরাইলে ২৩ নং আয়াত থেকে ৩৯ নং আয়াত পর্যন্ত (৩ তৃতীয় রুকু ও ৪ চতুর্থ রুকু তে) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন :- আমাদের সমাজ ও জীবন কিভাবে পরিচালিত করা দরকার ! এই বিষয়ে চমৎকারভাবে বলেছেন।
"আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন" বইতে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪) "ইসলামের বিজয়" বইটিতে ক) আমাদের অধ্যায়ন, খ) বই পড়া ও বিতরণ
গ) মুমিন, কাফের,মুনাফীক ও মানুষ ঘ) লেনদেন । ঙ) ২৪ ঘন্টার রুটিন ।
চ) ইসলামের বিজয় কি ভাবে করা যাবে। ছ) আল্লাহকে ভালোবাসা
জ) আন্তর্জাতিক বিশ্বে দাওয়াত । এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
তাই এটা অবশ্যই পড়া প্রয়োজন। আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নিজে পড়ব , অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করব।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو

এবং কাফেররা বলে

AND THE KAFIR SAY

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

www.motaher21.net

অনুমতির প্রয়োজন নেই

যে কোন মুসলিম সংস্থা অথবা ব্যক্তি এই বই যে কোন মাধ্যমে, যে কোন ভাষায়, কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়া এবং কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করতে পারেন। আমরা শুধুমাত্র অবগতির জন্য কয়েকটি প্রকাশিত কপি পেলে ধন্য হবো। **-প্রকাশক**

এবং কাফেররা বলে! ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন	**And Kafirs Say!** Engineer Md. Motaher Hossain
প্রকাশকাল: **প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি' ২০০৭** **ত্রাদশ প্রকাশ : এপ্রিল' ২০২৪** আরবি শাওয়াল' ১৪৪৫	**Edition:** **FIRST Edition :** Februry 2007 **Theatent Edition :** April 2024 Arabic Shawal 1445
শুভেচ্ছা মূল্য : ১৯.০০ টাকা মাত্র	
আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি **বিকাশ নম্বর : ০১৮৮৩ ৩৮৫৮০০ (মোতাহার হোসাইন)** **ব্যাংক একাউন্ট : ২০৫০২৭৬০২০০৩০৬০১২** **মোতাহার হোসাইন ও নাফিসা ইয়াসমীন,** **গুলশান শাখা-১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.**	

সূচীপত্র

- কাফেররা বলে, এই কুরআনের কথা শুনিওনা,
- কাফেররা বলে, "আমাদের পথ ধর, তোমাদের গুনাহ হলে আমরা তা বহন করব।
- কাফেররা মুমিনদের বলে, যদি ঈমান আনা ভালো হতো তাহলে আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতে না
- কাফেররা বলে, আমরা কখনই মুত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবো না.
- কাফেররা পয়গাম্বরদের বলেছে, আমাদের ধর্মে ফিরে না এলে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব
- কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, কাদের শক্তিসামর্থ ও সহায় সম্পদ বেশী
- কাফের সর্দাররা বলে, আল্লাহ নবী পাঠাতে চাইলে ফেরেশতাদেরই পাঠাতেন, সে তো তোমাদের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে চায়
- কাফের সর্দাররা বলল, "আমরাতো আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রাধান্য দেখিনা
- কাফেররা বলে, "অন্য লোকদের সাহায্যে এটা তিনি উদ্ভাবন করেছেন
- কাফেররা বলে, এই কুরআন কেন সম্পূর্ণটা এক সাথে নাযিল করা হলো না
- মুশরিকরা বলে, "আল্লাহ চাইলে আমরা তার ছাড়া আর কারো ইবাদাত করতাম না.
- কাফেররা বলে, তার উপর কোন নির্দশন অবতীর্ন হলোনা কেন?
- কাফেররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামাত আসেনা কেন
- কাফেররা বলে, যখন পচে-গলে যাব তখন আবার জীবিত হবো
- কাফেররা এই কুরআন সম্পর্কে বলে, এটাতো একটা সুস্পষ্ঠ যাদু
- কাফেররা বলে, "এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর,
- কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে কিছু সময় দাও যাতে আমরা সংশোধিত হতে পারি.
- দূর্বলরা ক্ষমতাশালীদের বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমরা মুমিন হতাম..
- কাফেররা বলবে, আমাদের পথভ্রষ্টকারীদের দেখিয়ে দাও আমরা তাদের পদদলিত করব...

بسم الله اللرّحمن الرّحيم

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করেও অকৃতজ্ঞ কাফের সমাজ। যদি ঈমান গ্রহণ করা ভাল হতো তাহলে আমাদেরকে পিছনে ফেলে তোমরা এগিয়ে যেতে পারতে না। কাফেরদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব ও ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি সুগভীর ষড়যন্ত্র আল কুরআনের বিভিন্ন ছত্রে ছত্রে তুলে ধরা হয়েছে যা থেকে একজন যুবক সমাজই কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও আচরণ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করে নিজের কর্মকৌশল নির্ধারণ করে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে।

World Assembly of Muslim Youth (WAMY) বিশ্বজুড়ে তারুণ্যে উজ্জীবিত যুবক সমাজকে সচেতন করে গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অফিস বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ে বই প্রকাশের মাধ্যমে এ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। "এবং কাফেররা বলে" বইটিতে বিশিষ্ট লেখক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন কুরআনে বর্ণিত কাফেরদের কথাগুলো একত্রিত করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সচেতন পাঠক সমাজ এর মাধ্যমে উপকৃত হলে আমরা স্বার্থক হবো।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কেবল তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। আমিন।

আলমগীর মোহাম্মদ ইউছুফ
ইনচার্জ
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস।

بسم الله الرّحمن الرّحيم

যে কারণে এই বই লেখা

আমার প্রথম বই 'হে মুমিনগণ' প্রকাশিত হওয়ার পর কিছু মহল অত্যন্ত আগ্রহভরে পরবর্তী বইয়ের জন্য বার বার তাগাদা দিতে লাগল। এই ব্যাপারে আমি তৎক্ষণাত কোন সাড়া দিতে পারিনি। কারণ বাজারে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর এতবেশী বই প্রকাশিত হচ্ছে যে আগ্রহী পাঠক হওয়া সত্ত্বেও আমি তার অনেকগুলোই পড়তে পারিনি। একটা শেষ করার আগেই আরো কয়েকটা প্রকাশিত হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে, একই বিষয়ে বেশ কতকগুলো বই! আমার মনে হয় পাঠকরাও ঠিক করতে পারছেনা কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়বে। অতএব লিখার আগে চিন্তা করতে হচ্ছে কি বিষয়ে লিখব এটার প্রয়োজনীয়তা কতুটুকু?

হঠাৎ একটি বিষয়ে আমার মানোযোগ আকৃষ্ট হলো! সূরা হামীম আস-সেজদা পড়তে গিয়ে দেখলাম কাফেরদের চক্রান্তের কথা, ষড়যন্ত্রের কথা, যে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আজ সারা মুসলিম বিশ্ব এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, এটা থেকে বের হতে এক বিশাল বিপ্লবের প্রয়োজন। যদিও কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কাফেরদের এই ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবুও মুসলিম বিশ্ব এই ষড়যন্ত্রে এমনভাবে ফেঁসে গেছে ভেবে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। আশ্চার্যন্বিত হলাম এই জন্য যে, সাধারণ মুসলমানতো বটেই যারা তাকওয়া প্রদর্শনকারী বিশেষত: একটি দল যাদের বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক রয়েছে তারাই এর সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তাই অনুসন্ধান শুরু করলাম কাফেরদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আর কি কি সরাসরি বক্তব্য রয়েছে। বাজারে এই বিষয়ে কোন বই না পাওয়ায় হতাশ হলাম। যেহেতু এই ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে চরম বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড়; সবচেয়ে

প্রয়োজনীয় কাজ বলে আমি মনে করি, তাই এই বিষয়ে লিখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পবিত্র কুরআনে কাফেরদের কর্মপন্থা সম্পর্কে বলে, "এবং কাফেররা বলে, এই কুরআনের কথা শুনিওনা শুনতেও দিওনা, যে কোন ছলে।" এ ব্যাপারে মুমিনদেরকে সতর্ক করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا لاَتَكُوْنُوْا كَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

হে মুমিনগণ! কাফেরদের মত কথাবার্তা বলোনা। (আল ইমরানঃ ১৫৬) আল ইমরানে ১৪৯নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ তোমরা যদি সে সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরু কর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যর্থকাম হবে।"

আমরা যারা ঈমানের দাবীদার, যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করি, তাদের সকলের অবশ্যই জানা প্রয়োজন।
পবিত্র কুরআনের কোন কথা ও কাজকে কাফেরদের কথা ও কাজ বলে অভিহিত করে। আমরা যাতে এ ধরনের কথা ও কাজে লিপ্ত হলে তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারি এবং তাদের থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি; হতে পারে তারা কোন মুত্তাকী বা বুজুর্গের বেশে এসেছে। ফলে আমরা কাফেরদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদেরকে তথা মুসলিম বিশ্বকে বাঁচাতে পারি।

পবিত্র কুরআনে কাফেরদের কথার পাশাপাশি তার জবাবও দিয়ে দিয়েছে। সেগুলো জানার জন্য আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াতগুলোও পড়া দরকার এবং এর তাফসীর বুঝা দরকার। আমি এ ব্যাপারে আমার সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন। আমিন॥

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন
House # 12, Road # 03, Block-B, Pink city Model Town,
Khilkhet, Dhaka 1229, Bangladesh.
Phone: +88-01952761232/01827764252
email: motaher7862004@yahoo.com
FB: Muhammed Motaher Hossain/ Motaher's Fan Page

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কাফেররা বলে, “এই কুরআনের কথা শুনিওনা”

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَتَسْمَعُوْا لِهَذَا الْقُرْاَنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ-

এই কুরআনের কথা কখনই শুনবেনা, আর তা যখন শুনানো হয় তখন তাতে গন্ডগোল সৃষ্টি কর সম্ভবতঃ এভাবেই তোমরা জয়ী হবে। (সূরা হা-মীম সেজদাঃ ৪১, আয়াত-২৬, পারা-২৪)

শানে নুযুল (নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল)

নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হলো হযরত হামযা (রা.) এর ঈমান আনার পর এবং হযরত ওমর (রা.) ঈমান আনার পূর্বে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাচীনতম জীবনী লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে কা’আব আল কুরাশীর সূত্রে এই কাহিনীটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার কতিপয় কুরাইশ সরদার কাবা ঘরে একত্র হয়ে বসেছিল। মসজিদে হারামের অপরদিকের এক কোনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) একাকী বসে ছিলেন। এসময় হযরত হামযা (রা.) ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশদের লোকেরা মুসলমানদের দল দিন দিন ভারী হতে দেখে খুব শংকিত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল। এসময় উৎবা ইবনে রাবীআ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ নেতাদের বলল, “হে ভায়েরা আপনারা ভাল মনে করলে আমি গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলে দেখতে পারি। আর তার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে হয়তো তার কোনটি মেনে নিতে পারে এবং আমাদের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এভাবে সে হয়ত আমাদের বিরুদ্ধতা থেকে বিরত হতে পারে।” উপস্থিত সকলেই তার সাথে একমত হলো এবং উৎবা উঠে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বসল। তিনি তার দিকে ফিরে বসলেন। তখন সে বলল, “ভাইপো জাতির মধ্যে তোমার বংশ-মর্যাদা যে

কত ভাল তা তুমি জান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তোমার জাতির উপর একটা বিপদ টেনে এনেছ। তুমি আমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিচ্ছ। গোটা জাতিকে তুমি নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছ, জাতির ধর্ম ও তার মাবুদদের মন্দ বলছো। আরো এমনসব কথা বলতে শুরু করেছ, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের সকলের বাপ-দাদা যেন কাফের ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুন। তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি, তা চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখ, হয়তো তার কোন একটি তুমি মেনে নিতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবাবে বললেন, "হে অলিদের পিতা! আপনি বলুন আমি শুনছি। তখন সে বললো, "ভাইপো, তুমি এই যে কাজ শুরু করেছ, এ দ্বারা যদি তোমার ধন-সম্পদ লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তোমাকে এতো ধন-সম্পদ দান করব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী-ধনী হয়ে যাবে। আর তার দ্বারা যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাও তাহলে বলো, আমরা তোমাকে আমাদের সরদার ও নেতা করে দেই। তোমার কথাছাড়া কোন বিষয়েই ফায়সালা হতে পারবেনা। আর যদি বাদশাহ হতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে বাদশাহ করে নেব। আর যদি তোমার উপর কোন জিনের প্রভাব পড়ে থাকে, যাকি তুমি নিজে তাড়াতে পারনা, তাহলে আমরা সুদক্ষ চিকিৎসক ডেকে আনব এবং নিজেদের খরচেই তোমার চিকিৎসা করাব।"

উৎবা এসব কথা বলছিল, নবী করীম (সা.) চুপচাপ বসেছিলেন। পরে তিনি বললেন, "আবুল অলীদ! আপনার যা কিছু বলার ছিল, তা কি বলেছেন?" সে বললো, হ্যাঁ বলেছি। তখন তিনি বললেন, "আচ্ছা এখন আমার কথা শুনুন।" এরপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ে এ সুরাটিই তেলাওয়াত শুরু করলেন, আর উৎবা নিজের দু'খানা হাত পিছনে ঠেক লাগিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনতে লাগলেন। এ সূরার সিজদার আয়াত-৩৮ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, "হে আবুল অলীদ! আমার জওয়াব আপনি শুনতে পেলেন। এখন আপনি

জানেন আপনার কাজ।” উৎবা উঠে কুরাইশ সরদারদের মজলিশের দিকে চলে গেল। দূর হতে লোকেরা দেখে বলে উঠল, “আল্লাহর কসম উৎবার চেহারা বদলে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, সে চেহারা নিয়ে সে ফিরে আসছেনা।” সে যখন এসে বসল, তখন সকলেই বলল, “কি শুনে আসলে?” সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি এমন কালাম শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনই শুনতে পাইনি। আল্লাহর কসম, এ কবিতা নয়, যাদুর কথা নয়, গণকদারী নয়। হে কুরাইশ সরদাররা! আমার কথা শুন। এ ব্যক্তিকে তার অবস্থাতেই থাকতে দাও। আমি মনে করি এ কালাম সফল হবেই। মনে কর আরবরা যদি তার উপর জয়ী হতে পারে, তাহলে তোমরা নিজেরা নিজের ভাইয়ের উপর আক্রমণ করা হতে রক্ষা পেলে, অন্য লোকেরা তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। কিন্তু সে যদি আরবদের উপর জয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তো তোমাদেরই রাজত্ব হবে, তার ইজ্জত সম্মান তোমাদেরই ইজ্জত ও সম্মানের কারণ হবে।” কুরাইশ সরদাররা তার একথা শুনেই বলে উঠলো, “অলীদের বাপ শেষ পর্যন্ত তোমার উপরেও তার যাদুর প্রভাব পড়ে।” উৎবা বলল, “আমার মত আমি তোমাদের বললাম, এখন তোমাদের মনে যা হয় তা করতে থাক। (ইবনে হিসাম ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-৩১৩-৩১৪)

আলোচ্য আয়াত :-

উৎবার এ কথাবার্তার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট হতে যে কালাম নাযিল হয় তাতে ঐসব অর্থহীন কথা-বার্তার দিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। কারণ সে যা কিছু বলেছিল, আসলে তা ছিল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ত ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর হামলা। তার সব কথার পেছনেই এই অনুমান কাজ করছিল যে, “তার নবী হওয়া এবং কুরআনের ওহী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলে তিনি যে এসব কথা বলছেন, এর মূলে হয় ধন-মালের লোভ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব লাভের ইচ্ছা এবং শাসন ক্ষমতা ও প্রভূত্ব লাভই হলো প্রেরণার উৎস অথবা তার জ্ঞান-বুদ্ধিই লোপ পেয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) প্রথম ক্ষেত্রে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের সাথে বিকি-কিনির কারবার করতে চাচ্ছিল। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমারা নিজেদের খরচে তোমাদের চিকিৎসা করাব বলে

নবী করীম (সা.) কে হেয় করছিল। এখন বিরুদ্ধবাদীরা যখন এতটা নীচ হতে পারে তখন তার কোন জবাব দেয়া কোন শরীফ ব্যক্তির কাজ নয়। তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য বলে দেয়াই বাঞ্চনীয়।

এক্ষেত্রে উৎবার কথাগুলোর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই মক্কার কাফেরদের মূল বিরুদ্ধতাকেই আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে। কেননা কাফেররা তখন কুরআন মাজিদের দাওয়াতকে প্রতিরুদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য অত্যন্ত হঠকারতা ও অনৈতিকতা সহকারে চেষ্টা করছিল। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলছিল, আপনি যা-ই করুন না কেন আমরা আপনার কোন কথাই শুনবানা। আমরা আমাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি, আমাদের কান রুদ্ধ করে দয়েছি। আমাদের ও আপনার মাঝে একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে রায়েছে তা আপনাকে ও আমাদের কখনো এক হতে দেবেনা।

তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, আপনি আপনার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান, আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে আপনার বিরোধিতা করে যাব, করতে থাকবে।

তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে যে কার্মসূচী-পরিকল্পনা তৈরী করল তা হচ্ছে যখনই তিনি কিংবা তাঁর অনুসারীদের কেউ সাধারণ মানুষকে কুরআন শুনানোর চেষ্টা করবেন তখনই আকষ্মিকভাবে হাংগামা সৃষ্টি করতে হবে। এমন ভাবে চিৎকার দিতে যেন কানে তালা লেগে যায়।

কুরআন মজিদের আয়াত সমূহের উল্টা-পাল্টা অর্থকরে জনসাধারণের মধ্যে নানা প্রকার বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ তারা পূর্ণ তৎপরতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে কুরআনে বলা হত এক কথা তারা তাকে বানিয়ে দিত অন্য কথা। সরল সোজা কথায় বিক্রতা আবিষ্কার করার কাজে লিপ্ত ছিল। পূর্বপর সম্পর্ক ছিন্ন করে কোথাও হতে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বের করে তার সংগে নিজেদের তরফহতে অনেক কথা যোগ করে দিয়ে একটা নতুন কথা দাঁড়া করাত-যেন কুরআন ও তার উপস্থাপনকারী সম্পর্কে লোকদের ধারণা খারাপ হয়।

বর্তমানকালেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কাফেরদের সেই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র পূর্ণউদ্দমে চালু আছে। বরং তা আরো ব্যাপক ও মারাত্মক রূপ ধারণ

করেছে। এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে কাফেরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সর্তক করে দিচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এই সর্তকবাণীকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি; ফলে আজ অবস্থা চরম বিপর্যয়কর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অবস্থা এরূপ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে তাদেরকে মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি নানা অপবাদে অভিযুক্ত করছে। কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলে, সম্মানের কথা বলে কুরআনকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে রেখে দিয়েছে। তারা বলছে এই কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন, এটা শুধুমাত্র যারা বড় বড় মাদ্রাসায় তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করবে তারাই বুঝতে পারবে। অন্যরা বুঝতে পারবেনা এবং বুঝার চেষ্টা করারও প্রয়োজন নেই। অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে সূরা কামার ৫৪নং সূরায় ২৪ পারা জায়গায় ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَاالْقُرْاَ لِذِّكْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ -

আল কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি (বুঝার জন্য)। তারা মানুষকে কিছু তাসবীহ, তাহলীল, দাঁড়ি, টুপি, পাঞ্জাবী, জুব্বা এসব গুটি কয়েক জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, এবং পূর্ণ কুরআন বাস্তবায়নে চরম বিরোধীতা করে।

(১) তাদের প্রথম চেষ্টা হলো মানুষকে ধর্মের কথা, ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে অজ্ঞরাখা, এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তারা নাচ, গান, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা নানা প্রকার খেলাধূলা, মাদক দ্রব্য ইত্যাদিতে এমনভাবে মগ্নরাখে যাতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষ চিন্তা করার বা শিক্ষা লাভ করার সুযোগ না পায়।

(২) এ পর্যায় অতিক্রম করে যারা অগ্রসর হয় তাদেরকে গুটিকয় তাসবীহ, তাহলিল এবং দাঁড়ি-পাগড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং কুরআন থেকে যতদুর সম্ভব দূরে রাখতে চায়।

(৩) এপর্যায়ে যারা অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ কুরআন তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বাস্তবায়ন করতে চায় তাদেরকে ক্ষমতালোভী, অর্থসম্পদ লোভী, দুনিয়াদার এবং নানা ধরনের কুৎসা রটনা করে তাদেরকে হেয় ও হীনবল করে তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে দিতে চায়।

(৪) এ পর্যায়ে এসে কাফের মুশরেক এমনকি বাহ্যিকভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারকারী সকলে অভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র একজোট হয়ে অংশগ্রহণ করে। ঠিক যেমনটি অত্র আয়াতে এবং অত্র সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে।

অতএব আমরা যারা কুরআনের অনুসারী বলে, মুসলিম বলে, ঈমানদার বলে নিজেদের দাবী করি তাদের কর্তব্য হলো সকল প্রকার চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বাধা অতিক্রম করে কুরআন নিজে বুঝা অন্যকেও বুঝার জন্য উৎসাহিত এবং ব্যবস্থা করা সাথে সাথে সাথে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কাফেররা বলবে, "আমাদের পথভ্রষ্টকারীদের দেখিয়ে দাও আমরা তাদের পদদলিত করব।"

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ-

কাফেররা বলবে, "হে আমাদের রব যেসব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। (সুরা হা-মীম-আস্ সেজদা-৪১, আয়াত-২৯)

তাফসীরে ইবনে কাছীর বলেছেন:
২৬-২৯ নং আয়াতের তাফসীর:

কাফিররা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, তারা আল্লাহর কালামকে মানবে না এবং এর হুকুমের আনুগত্য করবে না। বরং তারা একে অপরকে বলে দেয় যে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন যেন শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হয়। যেমন হাততালি দেয়া, বাঁশী বাজানো এবং চিৎকার করা। কুরায়েশরা তাই করতো। তারা দোষারোপ করতো, অস্বীকার করতো, শত্রুতা করতো এবং এটাকে নিজেদের বিজয় লাভের কারণ মনে করতো। প্রত্যেক অজ্ঞ, মূর্খ কাফিরের এই একই অবস্থা যে, তার কুরআন শুনতে ভাল লাগে না। এজন্যেই এর বিপরীত করতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা শুনো ও চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।"(৭:২০৪)।

ঐ কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, কুরআন কারীমের বিরোধিতা করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি আস্বাদন করবে। আল্লাহর এই শত্রুদের বিনিময় হলো জাহান্নামের আগুন। এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্যে স্থায়ী আবাস, আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

এর পরবর্তী আয়াতের ভাবার্থ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'জ্বিন' দ্বারা ইবলীস এবং ইনস' (মানুষ) দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-এর ঐ সন্তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ইবলীস তো প্রত্যেক মুশরিককে ডাক দিবে, আর হযরত আদম (আঃ)-এর এই সন্তানটি প্রত্যেক কাবীরা গুনাহকারীকে ডাক দিবে। সুতরাং ইবলীস শিরক এবং সমস্ত পাপকার্যের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী এবং প্রথম রাসূল হযরত আদম (আঃ)-এর যে ছেলেটি তার ভাইকে হত্যা করেছিল সেও এই কাজে শরীক রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "ভূ-পৃষ্ঠে যত অন্যায় হত্যাকারী ঘটতে আছে এর প্রত্যেকটার পাপ হযরত আদম (আঃ)-এর এই প্রথম ছেলের উপরও চেপে থাকে। কেননা, সে-ই প্রথম হত্যাকান্ড্রে সূচনাকারী।"
সুতরাং কিয়ামতের দিন কাফিররা তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী দানব ও মানবদেরকে নিস্তরের জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করাতে চাইবে, যাতে তাদের শাস্তি কঠিন হয় এবং তারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়। মোটকথা, তাদের চেয়ে ওদের শাস্তি যেন বহুগুণে বেশী হয় এটাই তারা কামনা করবে। যেমন সূরায়ে আ'রাফে এ বর্ণনা গত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অনুসারীরা অনুসৃতদের দ্বিগুণ শাস্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করবে, তখন উত্তরে বলা হবেঃ (আরবী) অর্থাৎ "প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জান না।"(৭:৩৮) অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ "যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে, তাদেরকে আমি তাদের বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করবো।" (১৬:৮৮)

তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন বলেছেন:-
মক্কার কাফেররা যেসব পরিকল্পনার মাধ্যমে নবী ﷺ এর আন্দোলন ও তাঁর প্রচারকে ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছিলো এটি ছিল তারই একটি। কুরআন কি অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী, কুরআনের দাওয়াত পেশকারী ব্যক্তি কেমন অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁর এহেন ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর তা তারা ভালো করেই জানতো।
তারা মনে করতো, এ রকম উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মুখ থেকে এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে এই নজিরবিহীন বাণী যেই শুনবে সে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হবেই। অতএব তারা পরিকল্পনা করলো, এ বাণী না নিজে শুনবে, না কাউকে শুনতে দেবে। মুহাম্মাদ ﷺ যখনই তা শুনাতে আরম্ভ করবেন তখনই হৈ চৈ করবে। তালি বাজাবে, বিদ্রূপ করবে, আপত্তি ও সমালোচনার ঝড় তুলবে এবং চিৎকার জুড়ে দেবে যেন তার মধ্যে তাঁর কথা হারিয়ে যায়। তারা আশা করতো, এই কৌশল অবলম্বন করে তারা আল্লাহর নবীকে ব্যর্থ করে দেবে।

পৃথিবীতে তো এরা তাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রতারক শয়তানদের ইঙ্গিতে নাচছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বুঝতে পারবে এসব নেতা তাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে তখন এরাই আবার তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকবে এবং চাইবে কোনভাবে তাদেরকে হাতের কাছে পেলে পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করতে।

ফী জিলালিল কুরআন বলেছেনঃ-

*বিপথগামী নেতা ও তাদের অনুসারীদের পরিণতি : আর সেই নিকৃষ্ট সাথীদের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হচ্ছে, ওরা তাদের সাথীদেরকে আল কোরআনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে সদা-সর্বদা উস্কানি দিতে থাকে। কেননা তারা আল কোরআনের সম্মহোনী ক্ষমতা অনেক সময় তাদেরকে সত্যের পথে টেনে আনতে চায়। বলা হয়েছে, 'কাফেররা বলে ওঠে, এ কোরআন তোমরা শুনো না, গন্ডগোল করো, এতেই হয়তো তোমরা বিজয়ী হবে।' কোরায়শ সর্দাররা পরস্পরকে এইভাবে উস্কানি দিতো এবং সাধারণ মানুষকে এসব কথা বলে ধোকার মধ্যে ফেলে দিতো। অথচ বাস্তবে কী হয়েছে? আল কোরআনের প্রভাব থেকে তারা না নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছে-আর না সাধারণ মানুষকে তারা আল কোরআনের প্রভাব বলয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই জন্যেই রসূল(স.)-এর মিশনকে ব্যর্থ করতে গিয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা বলে উঠলো, তোমরা এ কুরআন শুনো না আল কোরআনের সম্মোহনী শক্তি এমন ছিলো যে এর কারণে তারা নিজেরা বশীভূত হয়ে যেতো এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে যেতো। তারা অনুভব করতো, আল কোরআন তাদের কায়েমী ও সুবিধাবাদী সমাজকে ওলট পালট করে দিচ্ছ। পিতা ও পুত্রের এবং স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিচ্ছে । অবশ্যই আল কোরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করছিলো, সঠিক পথ ও বেঠিক পথের মধ্যে পার্থক্য মানুষদের জানিয়ে দিচ্ছিলো। আল কোরআন অবতরণের ফলে তাদের অন্তরে নিষ্ঠা পয়দা হচ্ছিলো এবং মানুষ অনুভব করছিলো আল কোরআনের ভিত্তিতে গড়া সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কই টেকসই নয়-মূলত এইই ছিলো আল কোরআনের পার্থক্য নির্ণয়কারীর ভূমিকা। আর এই কারণেই ওরা বলতো। 'গন্ডগোল করার মাধ্যমে হয়তো তোমরা জয়ী হবে।'

এটা ছিলো নবী(স.)-এর জন্যে একটা ভীষণ কঠিন অবস্থা। বাধ্য হয়ে তারা এই পন্থা অবলম্বন করেছিলো, কেননা কোরআন তাদের আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত হেনেছো। তাই তারা সঠিক যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা আল কোরআনের মোকাবেলা করতে তারা অক্ষম হওয়ার কারণে অবশেষে এই কূট-বুদ্ধি অবলম্বন করেছিলো এবং বিদ্রুপ করে ঈমান থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছিলো। আল কোরআনের মহা আকর্ষণ থেকে দূরে থাকার ও অপরকে দূরে রাখার দুরভিসন্ধি নিয়ে।

তারা মালেক ইবনে নাদরের অপচেষ্টার মতে, ইসকানদারিয়া ও রুস্তমের বহু কল্প কাহিনী রচনা করেছিলো, কেননা সেইগুলোর মাধ্যমে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখা যায়। আল কোরআন থেকে মানুষের মনোযোগ দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্যে তারা ছোট বড় ছন্দময় বহু কবিতাও রচনা করে ফেলেছিলো। সেগুলো খুব সুর দিয়ে গাইতো, কখনও নবী(স.)-এর প্রতি বিদ্রুপ বাণ নিক্ষেপ করতো। কিন্তু এ সব অপচেষ্টা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো এবং আল কোরআন তার মায়াময় মহিমায় আরও সুন্দর আরও আকর্ষণীয় ও আরও বেশী উজ্জল হয়ে মানুষের কাছে তার মধুময় আবেদন রাখতে সক্ষম হলো। আল কোরআনই ছিলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রেরিত কিতাব। এ কিতাব এসেছে সত্য সহ এবং এ কিতাবের মাধ্যমে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, তাই বাতিলপন্থীরা একে পর্যুদস্ত করার জন্যে যতো চেষ্টাই চালাক না কেন তা ব্যর্থ হবেই। অতপর তাদের অপ্রিয় কথাগুলো রদ করে দিয়ে তাদের প্রতি কঠোর ধমক আসছে। বলা হচ্ছে, 'আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো। যে অন্যায় কাজ তারা করেছে তার নিকৃষ্ট প্রতিদান দেবো।' শীঘ্রই আমরা তাদেরকে দোযখের আগুনের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং দেখবো ধোকা খাওয়ার কারণে আজ তারা কতো ভীষণভাবে অপমানিত হচ্ছে। এদেরকে এদের সাথীরা সামনে এবং পেছন থেকে এসে এদের পাপ কাজগুলোকে সুন্দর করে দেখিয়েছে, আজকের এই ধ্বংসাক্ত পরিণতি সম্পর্কে এদের সদা সর্বদা ধোকার মধ্যে রেখেছে এবং বলেছে, পরকাল বা হিসাব নিকাশ কিছুই হবে না, মরে গেলে তো সবই শেষ হয়ে যাবে। তাদের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে জানানো হচ্ছে, 'আর কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে জ্বিন ও মানবজাতির সেসব লোকদের দেখিয়ে দাও, যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। যাতে করে আজ আমরা তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে মাড়াতে পারি, যাতে করে তারা সব থেকে অপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।' ওপরের আয়াতে কেয়ামতের দিন তারা কতো ভীষণভাবে রেগে যাবে তারই একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে, প্রতিশোধের আগুনে কিভাবে তারা জ্বলবে তার একটি জীবন্ত দৃশ্যের চিত্র আকা হয়েছে। বলা হচ্ছে, পায়ের নীচে ফেলে মাড়িয়ে মারবো যাতে করে তারা সব থেকে নিকৃষ্ট এক প্রাণীতে পরিণত হয়ে যায়।' এই ভীষণ আক্রোশের ফলে তাদের নিকট থেকে তারা ঝরে পড়বে, যারা এককালে তাদের বড়ই আপনজন ছিলো, ভালোবাসার পাত্র, অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অন্তরংগ বন্ধু-খয়েরখাহ ছিলো। যারা অন্যায় কাজে নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং তাদের মন্দ কাজ ও আচরণগুলোকে সুন্দর করে দেখিয়েছে

তাফসীরে ফাতহুল মাজিদ বলেছেন:

২৬-২৯ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

কাফিররা পরস্পর বলে তোমরা কুরআন শুনিও না বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং কুরআন তিলাওয়াত কালে শোরগোল সৃষ্টি করবে। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। আল্লাহ তাদের এসব অপকর্মের জন্য কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবেন এবং খুব খারাপ প্রতিদান দেবেন।

সুতরাং কুরআন তিলাওয়াতকালে হৈ হুল্লা করা যাবে না বরং তা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ)

"যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে সেটা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।" (সূরা আ'রাফ ৭ : ২০৪)

সুতরাং যারাই কুরআন পাঠকালে হৈ হুল্লা করবে, শোরগোল সৃষ্টি করবে তাদের জন্য থাকবে কঠিন ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। কুরআন তেলাওয়াতকালে শোরগোল সৃষ্টি করা কাফির-মুশরিকদের কাজ।

কিয়ামত দিবসে কাফিররা বলবে, হে আমাদের রব! যারা দুনিয়াতে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে পদদলিত করে খুব লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করি। জাহান্নামীরা যেসব পথভ্রষ্ট নেতাদের অনুসরণ করত তাদের ওপর যে রাগ হবে তা মিটানোর জন্য তারা এ কথা বলবে। অথচ তারা সকলেই অপরাধী এবং সকলেই একই সাথে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর'। যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, এমনকি যখন সকলে তাতে একত্রিত হবে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; সুতরাং এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্ড়ি দাও। 'আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।' (সূরা আ'রাফ ৭ : ৩৮)

অতএব যে সকল মানুষ ও জিন শয়তান আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করার জন্য সে পথকে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরে তাদের থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। কারণ কিয়ামতের দিন তাদের দোষারোপ করে নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা যাবে না।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. শয়তানের অনুসরণ করা যাবে না, কারণ সে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২. জিন্দের মধ্যে যেমন শয়তান রয়েছে তেমনি মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে, তবে মানুষ শয়তান জিন শয়তানের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর।

৩. কুরআন পাঠকালে গান-বাজনা, হৈ হুল্লা করা যাবে না, বরং মনযোগ সহকারে শুনতে হবে।

৪. যার যার কার্যের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে।

Engr. Mahmmed Motaher Hossain
Chief Engineer (Serveg as Marine Chief Engineer many foreign & Local companies for 31 years. Served as Engineering Superintendent, DPA & CSO of Deshbandhu group. Served as Chief Engineer of Ananta Group. Served as technical consultant of Mission group).

Author of “YE MANKIND!”
(SELECTED VERSES FROM THE QURAN WITH EXPLANATION)
RESEARCHER: MUHAMMED MOTAHER HOSSAIN
Published in: Australian Journal for Humanities and Islamic Studies Research (Vol-1, Issue-1, 2015) Republished in the Book #8.
www.motaher21.net

Author of two more basic studies from the Quran:
*What the Quran ask directly the believers :
১. ‘হে মুমিনগণ’ www.motaheer21.net #Book-1
২. “Ye Who Believe” Publieshed Derban R.S.A by Ahmed Hossain Deedat 2004
৩. “Hai orang Orang Yang Beriman” (Malay/Indon version) Book #4
*According to Quran what are the sayings that is marked as the saying of kafir book-3 : ‘এবং কাফেররা বলে’
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম উয়ুথ (ওয়ামি) ২০০৭ ওয়ামী বই সিরিজ ২৬
*What the Quran ask the peoples directly:
“Ye Peoples” www.motaher21.net Book #6
‘‘হে মানুষ” www.motaheer21.net Book #7
* আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম #১৩
Chairman: Halishahar Mohila College, Halishahar, Chittagong.
Chairman: Halishahar Public School, Halishahar, Chittagong
সভাপতি: দেবপুর নুরানী মাদ্রাসা, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

Book No. - 1119 (In going), চলমান বইয়ের নাম্বার- ১১১৯
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসেন

House # 12, Road # 03, Block-B, Pink city Model Town,
Khilkhet, Dhaka1229, Bangladesh.
Phone: +88-01883385800/01827764252
E-mail: motaher7862004@ya hoo.com/engrmotaher440@gmail.com
FB:Muhammed Motaher Hossain/ Motaheros Fan Page
Engr Motaher: https://motaher21.net/about-author/